প্রথম ড্রাফট
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
০২ অক্টোবর ২০২৫
০৫ অক্টোবর ২০২৫
০৮ অক্টোবর ২০২৫
১৪ অক্টোবর ২০২৫
১৫ অক্টোবর ২০২৫

বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল অধ্যাদেশ, ২০২৫

(২০২৫ সনের ----নং অধ্যাদেশ)

বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬১ নং আইন)রহিতক্রমেপ্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধনসহ পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত অধ্যাদেশ।

যেহেতু বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬১ নং আইন) রহিতক্রমে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধনসহ প্রবর্তণ ও একত্রীকরণ পূর্বক বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;সেহেতু সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:-

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ অধ্যাদেশ করা হইল ঃ-

প্রারম্ভিক

শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে -

(১) "কাউন্সিল" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল;

CamScanner

(২) "কার্যনির্বাহী কমিটি" অর্থ ধারা ১০ এর অধীন গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি;

(৩) "ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" অর্থ ডেন্টাল চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী অথবা তদসংক্রান্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ও স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রদানকারী কোন প্রতিষ্ঠান;

(৪) "তফসিল" অর্থ এই অধ্যাদেশের কোন তফসিল;

(৫) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত, অথবা অনুরূপ বিধি বা প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার বা কাউন্সিল কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত;

(৬) "নিবন্ধনকৃত ডেন্টাল চিকিৎসক" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন হালনাগাদ নিবন্ধিত ও সনদধারী কোন ডেন্টাল চিকিৎসক;

(৭) "নিবন্ধনকৃত মেডিকেল চিকিৎসক" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন হালনাগাদ নিবন্ধিত ও সনদধারী কোন মেডিকেল চিকিৎসক;

(৮) "বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ" অর্থ 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন,২০২২' অনুসারে স্থাপিত কোন ডেন্টাল কলেজ;

(৯) "বেসরকারি মেডিকেল কলেজ" অর্থ 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন,২০২২' অনুসারে স্থাপিত কোন মেডিকেল কলেজ;

(১০) "মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" অর্থ মেডিকেল চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী অথবা তদসংক্রান্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ও স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রদানকারী কোন প্রতিষ্ঠান;

(১১) "মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং ডিপ্লোমা" অর্থ মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিবন্ধনের জন্য স্বীকৃত কোন ডিপ্লোমা;

(১২) "মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৩১ অনুসারে নিবন্ধিত ব্যক্তি;

(১৩) "মেডিকেল ট্রাইব্যুনাল" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৩৭ অনুসারে গঠিত ট্রাইব্যুনাল;

(১৪) "মেডিকেল আপীল ট্রাইব্যুনাল" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৪৬ অনুসারে গঠিত

CamScanner

আপীল ট্রাইব্যুনাল;

(১৫) "রেজিস্ট্রার" অর্থ কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার;

(১৬) "রেজিস্টার" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন সংরক্ষিত কোন রেজিস্টার;

(১৭) "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" অর্থ মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে চিকিৎসা শাস্ত্র সংক্রান্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রদানকারী অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(১৮) "সদস্য" অর্থ কাউন্সিলের সদস্য;

(১৯) "স্বীকৃত ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা" অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ১৬ এ উল্লেখিত স্বীকৃত চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা;

(২০) "স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা" অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ১৪ এ উল্লেখিত স্বীকৃত চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা;

(২১) "স্বীকৃত স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা" অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ১৫ ও ১৬ এ উল্লেখিত স্বীকৃত স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা;

এই অধ্যাদেশের প্রাধান্য

৩। আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

প্রথম অধ্যায়
কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা,ক্ষমতা,দায়িত্ব ও কার্যাবলী

কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা

৪। (১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল পূর্বের ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান থাকিবে।

(২) কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীল-মোহর থাকিবে, এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার এবং চুক্তি সম্পাদন করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) কাউন্সিল বাংলাদেশের মেডিকেল শিক্ষা এবং ডেন্টাল শিক্ষা, মেডিকেল ও

ডেন্টাল পেশার মান নির্ধারন,সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করিবে।

কাউন্সিলের গঠন

৫ । (১) কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) প্রেসিডেন্ট;

(খ) সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট;

(গ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত জাতীয় সংসদের দুই জন সংসদ সদস্য, যাহারা যথাসম্ভব চিকিৎসক হইবেন;

(ঘ) মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর;

(ঙ) মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;

(চ) উপাচার্য, সকল সরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়;

(ছ) মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর;

(জ) মহাপরিচালক, সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর;

(ঝ) পরিচালক, চিকিৎসা-শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর;

(ঞ) পরিচালক, ডেন্টাল-শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর;

(ট) সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস;

(ঠ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর চিকিৎসা অনুষদের ডীন;

(ড) সরকার কর্তৃক মনোনীত দেশের প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগ হইতে এক জন করিয়া এবং ঢাকা মহানগরী হইতে এক জন মেডিকেল বা ডেন্টাল পেশায় নিয়োজিত স্বনামধন্য ব্যক্তি;

(ঢ) প্রতিষ্ঠার তারিখের ক্রমানুসারে দেশের প্রথম আটটি সরকারি মেডিকেল কলেজের প্রতিটি হইতে, সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ, একজন করিয়া শিক্ষক, যাহারা স্ব স্ব মেডিকেল কলেজের শিক্ষকমন্ডলী কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;

CamScanner

(ণ) দফা (ঢ) এ বর্ণিত মেডিকেল কলেজসমূহ ব্যতীত অন্যান্য সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহের শিক্ষকমন্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধিগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত, সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এবং একটি মেডিকেল কলেজ হইতে একজনের বেশী নহে এইরূপ, আট জন শিক্ষক;

(ত) প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষকমন্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধিগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত স্থায়ী নিয়োগ প্রাপ্ত ও সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার নিচে নহেন এবং একটি মেডিকেল কলেজ হইতে একজনের বেশী নহে এইরূপ আট জন শিক্ষক;

(থ) সরকারি ডেন্টাল কলেজের শিক্ষকমন্ডলী কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত, সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ ০১ (এক) জন শিক্ষক;

(দ) প্রত্যেক বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের শিক্ষকমন্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধিগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত, স্থায়ী নিয়োগ প্রাপ্ত ও সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ ০১ (এক) জন শিক্ষক;

(ধ) বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত উহার দুই জন সদস্য, কাউন্সিলে যাহার অন্তত বিশ বছরের নিবন্ধন রহিয়াছে;

(ন) বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য, কাউন্সিলে যাহার অন্তত ২০ (বিশ) বছরের নিবন্ধন রহিয়াছে;

(প) বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য, কাউন্সিলে যাহার অন্তত ২০ (বিশ) বছরের নিবন্ধন রহিয়াছে;

(ফ) অ্যাটর্নী-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত একজন আইনজীবী যাহার বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে ২০ (বিশ) বছরের আইন পেশায় নিয়োজিত থাকার অভিজ্ঞতা রহিয়াছে;

(ব) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত, যুগ্ম-সচিব বা সমপদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ পদমর্যাদা সম্পন্ন ০২ (দুই) জন প্রতিনিধি;

(ভ) সরকার কর্তৃক মনোনীত স্বাস্থ্য গবেষণা ও উন্নয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট ০২ (দুই) জন স্বনামধন্য নারী;

(ম) বিশেষায়িত সরকারি মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে তাহাদের শিক্ষকমন্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধিগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্যে নির্বাচিত, সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার নিচে নহেন এবং একটি প্রতিষ্ঠান হইতে একজনের বেশী নহে, এইরূপ ০৪ (চার) জন শিক্ষক;

(য) বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রিডেটেশন কাউন্সিল হইতে ০১ (এক) জন মনোনীত সদস্য;

(র) বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল হইতে ০১ (এক) জন মনোনীত সদস্য;

(ল) কাউন্সিলের সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট;

(শ) পুলিশ মহাপরিদর্শক কর্তৃক মনোনীত উপ-মহাপরিদর্শক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন ০১(একজন কর্মকর্তা;

(ষ) সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব;

(স) সভাপতি, কনজিউমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ;

(হ) নবগঠিত কাউন্সিল ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে;

(২) কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অনুসন্ধান কমিটি দ্বারা সুপারিশকৃত প্যানেল হইতে সরকার কর্তৃক পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন এবং তাহাদের বেতন-ভাতাদি ও চাকুরির শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) কাউন্সিলের মনোনীত ও নির্বাচিত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়ন বা, ক্ষেত্রমত, কাউন্সিলের প্রথম সভার তারিখ হইতে ০৪ (চার) বৎসর মেয়াদে কাউন্সিলের স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) কাউন্সিলের মনোনীত ও নির্বাচিত কোন সদস্য, কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে, স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, তবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

(৫) কোন ব্যক্তি একই মেয়াদে একাধিক যোগ্যতায় কাউন্সিলের সদস্য হইতে বা থাকিতে পারিবেন না।

CamScanner

(৬) এই কাউন্সিলের মেয়াদ প্রথম সভার তারিখ হইতে পরবর্তী ০৪ (চার) বছর হইবে।

(৭) গঠিত কাউন্সিলের মেয়াদ শেষ হইবার ০৩ (তিন) মাস পূর্বে পরবর্তী কাউন্সিলের গঠন প্রক্রিয়া শুরু করিতে হইবে।

অনুসন্ধান কমিটি গঠন

৬। (১) সরকার কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য নিম্নবর্ণিত অনুসন্ধান কমিটি গঠন করিবে:

(ক) মন্ত্রিপরিষদ সচিব-চেয়ারম্যান,
(খ) কাউন্সিলের সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট,
(গ) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের সদ্য সাবেক মহাপরিচালক,
(ঘ) সরকার কর্তৃক মনোনীত অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন বিশিষ্ট চিকিৎসা শিক্ষাবিদ; এবং
(ঙ) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ- সদস্য সচিব;

(২) অনুসন্ধান কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(৩) অন্যূন ০৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে অনুসন্ধান কমিটির সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) অনুসন্ধান কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) অনুসন্ধান কমিটি কাউন্সিলের সদস্যগণ অথবা সদস্য হইবার উপযুক্ত ব্যাক্তিবর্গের মধ্যে হইতে ৫ (পাঁচ) জনের একটি প্যানেল প্রস্তাব করিবে।

(৬) অনুসন্ধান কমিটি গঠনের ০১ (এক) মাসের মধ্যে ইহার সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৭) উপধারা (৫) এ বর্ণিত প্রস্তাবিত প্যানেল হইতে সরকার ০১ (এক) জন প্রেসিডেন্ট এবং ০১ (এক) জন সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করিবে।

প্রেসিডেন্ট এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ দানের

৭। প্রেসিডেন্ট এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ দানের জন্য কোন ব্যাক্তিকে সুপারিশ করিবার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ যোগ্যতা থাকিতে হইবে:

(ক) বাংলাদেশি নাগরিক, বয়স ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর;
(খ) চিকিৎসক হিসাবে কাউন্সিলে অন্তত ২৫ (পঁচিশ) বছরের নিবন্ধন

CamScanner

যোগ্যতা

রহিয়াছে;

(গ) কোন সরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক বা সমপর্যায়ের পদে কমপক্ষে ০৩ (তিন) বছরের কর্ম অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

কাউন্সিলের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

৮। -এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিলএর ক্ষমতা ও দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(১) দেশের অভ্যন্তরে চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ চিকিৎসা সেবায় উপযুক্ত দক্ষতা, নৈতিকতা ও আচরনসহ পেশাগত দায়িত্ব পালনে বৈশ্বিক, স্থানীয় ও সার্বিক বিবেচনায় সর্বোত্তম ও সন্তোষজনক মান অর্জন ও উন্নয়নে যাবতীয় করনীয় সাধন;

(২) কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃতি ও নিবন্ধন প্রদান এবং অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে অন্তর্ভুক্তি করণের জন্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবর্তিত ও পরিচালিত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সকল মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষা কার্যক্রমে অনুসৃতব্য সাধারণ নীতিমালা ও মানদন্ড নির্ধারণ ও তাহা অনুসরন নিশ্চিত করণ;

(৩) কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃতি ও নিবন্ধন প্রদান এবং অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে অন্তর্ভুক্তি করণের জন্যে বাংলাদেশের বাহিরে প্রবর্তিত ও পরিচালিত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সকল মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষা কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্যে অনুসৃতব্য সাধারণ নীতিমালা ও মানদন্ড নির্ধারণ ও তাহার অনুসরনে প্রদত্ত ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার সমতাকরণ;

(৪) কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত আচরনবিধি ও অন্যান্য শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চিকিৎসক হিসেবে ধারা ৩০ এ বর্ণিত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ এবং এলোপ্যাথি চিকিৎসা প্রদানের জন্যে লাইসেন্স হিসাবে নিবন্ধন প্রদান ও নবায়ন এবং অতিরিক্ত যোগ্যতা অন্তর্ভুক্তি করণ;

(৫) নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার জন্যে বাংলাদেশের মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য অনুসরনীয় সক্ষমতার নীতিমালা ও মানদন্ড নির্ধারণ;

(৬) বাংলাদেশের মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত মেডিকেল শিক্ষা ও ডেন্টাল শিক্ষা যোগ্যতার মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান;

(৭) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত মেডিকেল শিক্ষা ও ডেন্টাল শিক্ষা যোগ্যতার মূল্যায়ন ও

CamScanner

স্বীকৃতি প্রদান;

(৮) বিভিন্ন দেশের মেডিকেল কাউন্সিল অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সে সকল দেশের মেডিকেল শিক্ষা ও ডেন্টাল শিক্ষা যোগ্যতা বিষয়ে পারস্পরিক ভিত্তিতে স্বীকৃতি প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা;

(৯) দেশে প্রবর্তন ও পরিচালনার জন্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সকল মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষা কার্যক্রমে ন্যূনতম অনুসরনীয় মানসম্পন্ন পাঠক্রম প্রণয়ন ও উক্ত শিক্ষা কার্যক্রমের ন্যূনতম মেয়াদ নির্ধারন;

(১০) উপধারা (৯) এর ও অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে মেডিকেল শিক্ষা এবং ডেন্টাল শিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট কোর্সের শিক্ষা কার্যক্রম অনুমোদন;

(১১) মেডিকেল শিক্ষা ও ডেন্টাল শিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা ও শর্তাদি নির্ধারণ এবং ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা;

(১২) মেডিকেল শিক্ষা ও ডেন্টাল শিক্ষা সম্পৃক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের নীতিমালা ও শর্তাদি নির্ধারণ;

(১৩) মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য পদ, পদবী এবং তদানুযায়ী ন্যূনতম শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা এবং শর্ত নির্ধারণ;

(১৪) চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসকগণের নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্যে পদ, পদবী এবং তদানুযায়ী ন্যূনতম শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা এবং শর্ত নির্ধারণ;

(১৫) সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও শর্তাদি পালন সাপেক্ষে নির্ধারিত শিক্ষাকার্যক্রম প্রবর্তন ও পরিচালনার এবং প্রশিক্ষণ প্রদাণের জন্যে মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য চিকিৎসা সেবা প্রদাণকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি ও প্রয়োজনীয় নিবন্ধন প্রদান এবং নিবন্ধন নবায়ন;

(১৬) স্বীকৃত মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বীকৃত শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন প্রদান ও আচরণবিধি প্রণয়ন;

CamScanner

(১৭) এই অধ্যাদেশের অধীন দেশের অভ্যন্তরে মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রবর্তিত ও পরিচালিত সকল চিকিৎসা-শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রদত্ত পেশাগত ডিগ্রি ও ডিপ্লোমার মান নিশ্চিতকরণে উপযুক্ত প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন মূল্যায়ন বা পরীক্ষা গ্রহণের কাঠামো ও পদ্ধতির সুপারিশ ও তাহা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে অন্যান্য আনুষঙ্গিক শর্ত ও কার্যাদি নির্ধারণ এবং তাহাদের তদারকি;

(১৮) এই অধ্যাদেশের অধীন প্রবর্তিত ও পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষার্থী মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা বা বৃত্তিমূলক পরীক্ষা গ্রহণের জন্যে উপযুক্ত পরীক্ষকগণের যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্ত নির্ধারণ;

(১৯) এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধনের লক্ষ্যে পেশাগত শিক্ষা কার্যক্রমের আবশ্যিক অনুষঙ্গ হিসাবে ইন্টার্নীশিপের কাঠামো প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন বিষয়ে শর্তাদি নির্ধারণ ও কার্যক্রম গ্রহণ;

(২০) বাংলাদেশের বাহির হইতে মেডিকেল ও ডেন্টাল চিকিৎসা বিষয়ে প্রাপ্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা চিকিৎসার স্বীকৃতি, নিবন্ধন ও অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে মূল্যায়নের শর্তাদি নির্ধারণ, পদ্ধতি ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং এতদসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;

(২১) স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসক এবং স্বীকৃত ডেন্টাল চিকিৎসকদের সাময়িক ও পূর্ণ নিবন্ধন ও সনদ প্রদান;

(২২) স্বীকৃত মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টদের শর্তযুক্ত নিবন্ধন ও সনদ প্রদান;

(২৩) নিবন্ধিত মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ডেন্টাল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের রেজিস্টার প্রস্তুতকরণ, প্রকাশ ও সংরক্ষণ;

(২৪) নিবন্ধিত মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষার্থীদের রেজিস্টার প্রস্তুতকরণ, প্রকাশ ও সংরক্ষণ;

(২৫) নিবন্ধিত মেডিকেল চিকিৎসক ও ডেন্টাল চিকিৎসকদের রেজিস্টার প্রস্তুতকরণ, প্রকাশ ও সংরক্ষণ;

(২৬) নিবন্ধিত মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্টার প্রণয়ন, প্রকাশ ও সংরক্ষণ;

CamScanner

(২৭) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, তফসিলসমূহ সংশোধন;

(২৮) নিবন্ধন প্রদান, নিবন্ধন নবায়ন ও মান নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও উহাদের শিক্ষাকার্যক্রম ও পরীক্ষা গ্রহণসহ সকল কর্মকান্ড পরিদর্শন;

(২৯) এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধন, পরিদর্শন ও অন্যান্য ফি নির্ধারণ;

(৩০) নিবন্ধিত মেডিকেল চিকিৎসক ও ডেন্টাল চিকিৎসকদের জন্য অনুসরণীয় পেশাগত আচরণবিধি ও তৎসম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন;

(৩১) আইন, শর্তাবলী ও নীতিমালা ইত্যাদি ভঙ্গ ও নির্ধারিত মান সংরক্ষণে ব্যর্থ নিবন্ধিত মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষা ও অনুমোদিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি দ্বারা নির্ধারিত সংধোধনমূলক বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩২) এই অধ্যাদেশের অধীনে নিবন্ধিত নহেন চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত এইরূপ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩৩) নিবন্ধিত চিকিৎসকগণের চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক ভূয়া পদবী, ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ব্যবহার, প্রতারণামূলক প্রতিনিধিত্ব ও নিবন্ধন, অদক্ষতা, অবহেলা এবং পেশাগত আচরণ ও তৎসম্পর্কিত নীতিমালা লংঘন ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিধি দ্বারা নির্ধারিত সংশোধন বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩৪) নিবন্ধিত মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টদের জন্য কর্মপরিধি ও আচরণবিধি প্রণয়ন ও তা লংঘনসহ সেবা প্রদাণে অদক্ষতা, অবহেলার জন্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত সংশোধন বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩৫) কাউন্সিলের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা;

(৩৬) কাউন্সিলের প্রয়োজনীয় পদসৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদোন্নয়ন, চাকুরি, অবসর ও পেনশন, দক্ষতা ও শৃংখলা, আর্থিক ও অন্যান্য বিধি ও প্রবিধানমালা এবং কার্য সম্পাদন সংক্রান্ত অন্যান্য নীতিমালা প্রণয়ন;

(৩৭) উপরি-উক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব এবং এই অধ্যাদেশের অধীন অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন।

CamScanner

কাউন্সিলের সভা

৯। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কাউন্সিল উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিলের সভা উহার প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি বছরে কমপক্ষে ০৩ (তিন) টি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

(৩) কাউন্সিলের সকল সভায় উহার প্রেসিডেন্ট সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে কাউন্সিলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কাউন্সিলের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৫) কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কাউন্সিলের সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারীর নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) কেবল কাউন্সিলের কোন সদস্য পদ শূণ্য অথবা কাউন্সিল গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কাউন্সিলের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না, বা গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বাতিল হইবে না।

কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন

১০। (১) কাউন্সিলের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে কাউন্সিলের একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করিবে।

(২) কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

কার্যনির্বাহী কমিটি, ইত্যাদি

১১।-(১) কাউন্সিলের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকিবে।

(২) কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, কোষাধ্যক্ষ এবং কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত উহার ৫ (পাঁচ) জন সদস্যসহ মোট ৯ (নয়) জন সদস্য সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে।

(৩) কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এবং সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদাধিকারবলে, কার্যনির্বাহী কমিটির প্রেসিডেন্ট, সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট হইবে।

CamScanner

(৪) কার্য নির্বাহী কমিটির সভায় প্রেসিডেন্ট সভাপতিত্ব করিবেন, তাহার অনুপস্থিতিতে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্রমানুসারে সভাপতিত্ব করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, কাউন্সিলের পরিচালনা ও প্রশাসন কার্যনির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে, এবং কার্যনির্বাহী কমিটি কাউন্সিল কর্তৃক, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবে।

(৬) কার্যনির্বাহী কমিটি উহার ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকিবে এবং কাউন্সিল কর্তৃকপ্রদত্ত সকল নির্দেশনা, আদেশ ও নির্দেশ অনুসরণ করিবে।

অন্যান্য কমিটি গঠন

১২।- (১) কাউন্সিল, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,উহার প্রথম সভায় সদস্যদের মধ্য হইতে একটি 'পেশাগত শৃঙ্খলা কমিটি', একটি 'স্নাতক শিক্ষা পর্যায়ে মান নির্ধারন ও স্বীকৃতি কমিটি', একটি 'স্নাতকোত্তর শিক্ষা পর্যায়ে মান নির্ধারন ও স্বীকৃতি কমিটি', 'একটি জার্নাল কমিটি' এবং একটি 'আর্থিক ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন করিবে।

(২) কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য সাধারণ ও বিশেষ কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে কমিটিসমূহ গঠনের ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে, কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত কমিটিসমূহের সদস্য সংখ্যা, কার্যপরিধি ও পদ্ধতি এবং দায়িত্ব প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

১৩।- (১)এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিল উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য ০১ (একজন) রেজিস্ট্রার নিয়োগ করিবে।

(২) রেজিস্ট্রারেরনিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) কাউন্সিল উহার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

CamScanner

কাউন্সিলের তহবিল

১৪।- (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল তহবিল নামে কাউন্সিলের ০১ (এক)টি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন বিদেশী সরকার, সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা বা ব্যক্তি হইতে প্রাপ্ত অনুদান;
(গ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(ঘ) এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন ফি ও পরিদর্শন ফি; এবং
(ঙ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত তহবিল কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

(৩) কাউন্সিলের তহবিল হইতে কাউন্সিলের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
মেডিকেল শিক্ষা যোগ্যতার স্বীকৃতি ও নিবন্ধন

স্নাতক পর্যায়ে মেডিকেল শিক্ষা যোগ্যতার স্বীকৃতি ও নিবন্ধন

১৫।- (১) বাংলাদেশে অবস্থিত কোন মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতার স্নাতক পর্যায়ের ডিগ্রিধারী কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে উক্ত ডিগ্রি চিকিৎসা সেবা ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানে ব্যবহার করিতে চাহিলে, উহা এই অধ্যাদেশের অধীন কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত, নির্ধারিত তফসিলভুক্ত ও নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(২) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতার স্নাতক পর্যায়ের ডিগ্রিধারী কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে উক্ত ডিগ্রি চিকিৎসা সেবা ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানে ব্যবহার করিতে চাহিলে, উহা এই অধ্যাদেশের অধীন কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত ও নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(৩) বাংলাদেশে অবস্থিত মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতার স্নাতক পর্যায়ের কোর্স পরিচালনাকারী কোন মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম প্রথম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষ শুরুর ন্যূনতম ০৬ (ছয়) মাস পূর্বে এই অধ্যাদেশের অধীনে উক্ত যোগ্যতার স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

CamScanner

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ডিগ্রি কাউন্সিল অনুমোদিত অভিন্ন ন্যূনতম কারিকুলাম অনুযায়ী হইতে হইবে।

(৪) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতার স্নাতক পর্যায়ের ডিগ্রিধারী ব্যক্তিকে এই অধ্যাদেশের অধীনে উক্ত যোগ্যতার স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সেক্ষেত্রে আবেদনকারীর ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট দেশের মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত হইতে হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর কাউন্সিল, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত মানদন্ড ও নীতিমালার আলোকে যোগ্য বিবেচনা করিলে, স্বীকৃতি প্রদান করিবে এবং আবেদনকৃত মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা প্রথম তফসিলে সংযোজিত করিবে।

(৬) বাংলাদেশের বাহিরে অর্জিত ডিগ্রি স্বীকৃত হইলে, আবেদনকারী, কাউন্সিল নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে এবং উত্তীর্ণ আবেদনকারী কাউন্সিল নির্ধারিত সময়ের ইন্টার্ণশীপ গ্রহনের জন্য সাময়িক নিবন্ধিত হইবে।

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মেডিকেল চিকিৎসা শিক্ষা যোগ্যতার স্বীকৃতি ও নিবন্ধন

১৬। (১) বাংলাদেশে অবস্থিত কোন মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা যোগ্যতার স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমাধারী কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে উক্ত ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা চিকিৎসা সেবা ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানে ব্যবহার করিতে চাহিলে, উহা এই অধ্যাদেশের অধীন কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত, নির্ধারিত তফসিল ভূক্ত ও নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(২) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা যোগ্যতার স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমাধারী কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে উক্ত ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা চিকিৎসা সেবা ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানে ব্যবহার করিতে চাহিলে, উহা এই অধ্যাদেশের অধীন কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত ও নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(৩) বাংলাদেশে অবস্থিত মেডিকেল শিক্ষা যোগ্যতার স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা প্রদানকারী কোন মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম দ্বিতীয় তফসিলের অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রথম শিক্ষার্থী ভর্তির অনধিক ০৬ (ছয়) মাস পূর্বে এই অধ্যাদেশের অধীনে উক্ত যোগ্যতার স্বীকৃতি

CamScanner

অর্জনের লক্ষ্যে কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ডিগ্রি বাংলাদেশের ন্যূনতম অভিন্ন কারিকুলাম অনুযায়ী হইতে হইবে।

(৪) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতার স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ডিগ্রি প্রদানকারী এবং কোর্স পরিচালনাকারী কোন মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে ডিগ্রি অর্জনকারী কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীনে উক্ত যোগ্যতার স্বীকৃতি অর্জন করিতে চাহিলে, তাহাকে কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সেক্ষেত্রে আবেদনকারীর ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট দেশের মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত হইতে হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর কাউন্সিল, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত মানদন্ড ও নীতিমালার আলোকে যোগ্য বিবেচনা করিলে, সংশ্লিষ্ট মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য দ্বিতীয় তফসিল সংশোধনক্রমে যোগ্যতাসহ উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম সংশ্লিষ্ট তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করিবে।

(৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর কাউন্সিল, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত মানদন্ড ও নীতিমালার আলোকে যোগ্য বিবেচনা করিলে,আবেদনকারী, কাউন্সিল নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে ও উত্তীর্ণ হইলে এবং ক্ষেত্রমত, কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে স্বীকৃতি ও অতিরিক্ত যোগ্যতার অন্তর্ভূক্তির জন্য বিবেচিত হইবে।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডেন্টাল শিক্ষা যোগ্যতার স্বীকৃতি ও নিবন্ধন।

১৭। - (১) বাংলাদেশে অবস্থিত কোন ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতার স্নাতক পর্যায়ের ডিগ্রি এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ডিগ্রি ও ডিপ্লোমাধারী কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে উক্ত ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা ডেন্টাল চিকিৎসা সেবা ও ডেন্টাল চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানে ব্যবহার করিতে চাহিলে, উহা এই অধ্যাদেশের অধীন কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত, নির্ধারিত তফসিলভূক্ত ও নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(২) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতার স্নাতক পর্যায়ের ডিগ্রি এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ডিগ্রি ও ডিপ্লোমাধারী কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে উক্ত ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা ডেন্টাল চিকিৎসা সেবা ও ডেন্টাল চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানে

CamScanner

ব্যবহার করিতে চাহিলে, উহা এই অধ্যাদেশের অধীন কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত ও নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(৩) বাংলাদেশে অবস্থিত ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রদানকারী কোন ডেন্টাল প্রতিষ্ঠানের নাম তৃতীয় তফসিলে অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রথম শিক্ষার্থী ভর্তির অনধিক ০৬ (ছয়) মাস পূর্বে এই অধ্যাদেশের অধীনে উক্ত যোগ্যতার স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ডিগ্রি বাংলাদেশের ন্যূনতম অভিন্ন কারিকুলাম অনুযায়ী হইতে হইবে।

(৪) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ডেন্টাল শিক্ষা যোগ্যতার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রদানকারী কোন ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে ডিগ্রি অর্জনকারী কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীনে উক্ত যোগ্যতার স্বীকৃতি অর্জন করিতে চাহিলে, তাহাকে কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সেক্ষেত্রে আবেদনকারীর ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট দেশের ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত হইতে হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর কাউন্সিল, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত মানদন্ড ও নীতিমালার আলোকে যোগ্য বিবেচনা করিলে, আবেদনকারী ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদানের পর তৃতীয় তফসিলে সংযোজন করিবে।

(৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর কাউন্সিল, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত মানদন্ড ও নীতিমালার আলোকে যোগ্য বিবেচনা করিলে, আবেদনকারী, কাউন্সিল নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে স্নাতক পর্যায়ের আবেদনকারী কাউন্সিল নির্ধারিত সময়ের ইন্টার্নশীপ গ্রহনের জন্য সাময়িক নিবন্ধিত হইবে এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের আবেদনকারী কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে স্বীকৃতি ও অতিরিক্ত যোগ্যতার অন্তর্ভূক্তির জন্য বিবেচিত হইবে।

স্বীকৃতিদানে অসম্মতির জন্য কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল

১৮।- (১) ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬ এর অধীন দাখিলকৃত মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা বা ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদানের কোন আবেদন প্রত্যাখ্যান করিলে, কাউন্সিল, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত প্রত্যাখানের সিদ্ধান্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে জানাইবে এবং সংক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি, উক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত হইবার ৩০ (ত্রিশ) কার্য

CamScanner

দিবসের মধ্যে এই বিষয়ে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সংক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি আপীল করিলে, সরকার, উক্ত আবেদন প্রত্যাখ্যানের কারণসমূহ বিবেচনার জন্য কমপক্ষে ২(দুই) জন অধ্যাপক পদমর্যাদার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে, কাউন্সিলকে উক্ত মেডিকেল বা ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান বা স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট তফসিল সংশোধন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

স্বীকৃতি স্থগিত বা প্রত্যাহার

১৯।- (১) যদি কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা বা ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষা সংক্রান্ত স্নাতক বা স্নাতকোত্তর যোগ্যতার কোন ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা সনদ অর্জনের জন্য বাংলাদেশে অবস্থিত কোন মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসৃত পাঠ্যসূচী, পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষা পরিবেশ এবং উক্ত সনদ প্রদানের জন্য গৃহীত পরীক্ষা ও উক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের অর্জিত যোগ্যতা নির্ধারিত মানদন্ড ও নীতিমালার আলোকে উক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন স্বীকৃত একজন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার সমকক্ষ নহে, তাহা হইলে কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ক্ষেত্রমত, ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিবে।

(২) যদি কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সরকার, কাউন্সিল অথবা অধিভুক্তি প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সকল আদেশ, নির্দেশ, সার্কুলার বা নীতিমালা ইত্যাদি কোন মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ডেন্টাল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে না, তাহা হইলে উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ক্ষেত্রমত, ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন কৈফিয়ৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না পাওয়া গেলে, অথবা প্রাপ্ত কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে কার্যনির্বাহী কমিটি উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুষ্ঠানের পর, কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে বা নির্ধারিত সময়ের পর হইতে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিয়া সংশ্লিষ্ট তফসিল সংশোধন করিবে; অধিকন্তু, আসন হ্রাস করিবার ও জরিমানার সুপারিশ সরকারের নিকট প্রেরন

CamScanner

করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
নিবন্ধন

মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন

২০।- (১) একাডেমিক অনুমোদন প্রাপ্ত বা একাডেমিক অনুমোদন নবায়ন প্রত্যাশী সকল সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত ন্যূনতম অভিন্ন কারিকুলাম অনুসারে ন্যুনতম স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইলে কাউন্সিলের নিবন্ধন গ্রহন করিতে হইবে।

(২) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একাডেমিক অনুমোদন প্রাপ্ত বা একাডেমিক অনুমোদন নবায়নপ্রত্যাশী স্নাতকোত্তর কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকে কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত অভিন্ন অথবা অনুমোদিত কারিকুলাম অনুসারে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইলে কাউন্সিলের নিবন্ধন গ্রহন করিতে হইবে।

স্বীকৃত স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত মেডিকেল ও ডেন্টাল চিকিৎসকদের নিবন্ধন ও রেজিস্টারভুক্তকর, ইত্যাদি

২১। -(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কাউন্সিল, প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ ও পদ্ধতি অনুসরন সাপেক্ষে স্বীকৃত স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত মেডিকেল ও ডেন্টাল চিকিৎসকগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে, সাময়িক এবং পরবর্তীতে পূর্ণ নিবন্ধন করতঃ সনদ প্রদান করিবে।

(২) কাউন্সিল উপ-ধারা (১) এর অধীন সাময়িক ও পূর্ণ নিবন্ধিত মেডিকেল চিকিৎসকগণের নাম দুইটি স্বতন্ত্র রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং উক্ত রেজিস্টারসমূহ প্রকাশ ও সংরক্ষণ করিবে। একইভাবে কাউন্সিল সাময়িক ও পূর্ণ নিবন্ধিত ডেন্টাল চিকিৎসকগণের নাম দুইটি স্বতন্ত্র রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং উক্ত রেজিস্টারসমূহ প্রকাশ ও সংরক্ষণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন সাময়িকভাবে নিবন্ধনকৃত কোন ব্যক্তি যদি তাহার জন্য নির্ধারিত হাসপাতাল ব্যতীত অন্য কোথাও কর্মরত থাকেন অথবা শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকেন, তাহা হইলে কাউন্সিল, প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে, উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন এবং তাহার সাময়িক নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীনে সাময়িক নিবন্ধন প্রাপ্ত কোন চিকিৎসক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে কাউন্সিল কর্তৃক পূর্ণ নিবন্ধনের জন্য

CamScanner

উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বীকৃত স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ও ডিগ্রিপ্রাপ্ত মেডিকেল ও ডেন্টাল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের নিবন্ধন ও রেজিস্টারভুক্ত করণ, ইত্যাদি

২২।-ধারা ২১ এর অধীন পূর্ণ নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি তৃতীয় তফসিলে অন্তর্ভুক্ত কোন স্নাতকোত্তর চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা অর্জন করিলে, উক্ত ব্যক্তির আবেদনক্রমে, কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে রেজিস্টারে তাহার নামের সহিত উক্ত স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা যোগ্যতা অতিরিক্ত শিক্ষা যোগ্যতা হিসেবে যুক্ত করিবে।

বিশেষ নিবন্ধন

২৩।- কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধন প্রাপ্ত নয় অথচ বিদেশে কোন উপযুক্ত কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধিত এমন কোন দেশি অথবা বিদেশি চিকিৎসক প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer) অথবা কাউন্সিলের বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোন কারনে স্বল্প মেয়াদে বাংলাদেশে বিশেষ কোন চিকিৎসা সেবা বা শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজন হইলে প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অন্যান্য শর্ত পালন সাপেক্ষে কাউন্সিল নির্ধারিত সময়ের জন্য বিশেষ নিবন্ধন প্রদান করিতে পারিবে।

রেজিস্টারসমূহ সরকারি দলিল হইবে

২৪।- এই অধ্যাদেশের এর অধীন প্রণীত, প্রকাশিত ও সংরক্ষিত রেজিস্টারসমূহ *Evidence Act, 1872(Act 1 of 1872)*এর ধারা ৭৪ অধীন সরকারি দলিল বলিয়া গণ্য হইবে।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের নিবন্ধন ও নবায়নের বাধ্যবাধকতা

২৫।- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধন ব্যতীত কোন মেডিকেল বা ডেন্টাল ডিগ্রিধারী কোন ব্যক্তি এলোপ্যাথি চিকিৎসা করিতে, অথবা নিজেকে মেডিকেল চিকিৎসক বা ডেন্টাল চিকিৎসক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে পারিবে না;

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উক্ত লংঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনুর্ধ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

(৩) এই অধ্যাদেশের অধীন পূর্ণ নিবন্ধন প্রাপ্ত কোন মেডিকেল চিকিৎসক বা ডেন্টাল চিকিৎসক কাউন্সিলের নিবন্ধন যথাসময়ে নবায়ন পূর্বক এলোপ্যাথি চিকিৎসার ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবে;

CamScanner

(৪) কোন চিকিৎসক উপ-ধারা (৩) এর বিধান লংঘন করিলে, তাহাকেকাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।

নিবন্ধন বাতিল ও রেজিস্টার হইতে নাম প্রত্যাহার

২৬।- (১) এই অধ্যাদেশ অধীন নিবন্ধিত কোন মেডিকেল চিকিৎসক ও ডেন্টাল চিকিৎসক এই আইনের কোন বিধান লংঘন বা নির্ধারিত পেশাগত আচরণ বা নীতিমালার কোন বিধান লংঘনের কারণে দোষী সাব্যস্ত হইলে, কাউন্সিল উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিলক্রমে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার হইতে তাহার নাম প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিল, উহার বিবেচনাক্রমে, উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিবন্ধন বাতিলকৃত ও রেজিস্টার হইতে প্রত্যাহারকৃত ব্যক্তির নাম এই আইনের বিধান অনুসারে পুনরায় নিবন্ধন ও রেজিস্টারভুক্ত করিতে পারিবে।

কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধনকরণে অসম্মতি বা রেজিস্টার হইতে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের বিরূদ্ধে আপীল

২৭।- (১) কাউন্সিল কোন আবেদনকারীর নাম নিবন্ধন ও রেজিস্টারভুক্ত করিতে অসম্মত হইলে বা নিবন্ধনকৃত কোন ব্যক্তির নাম সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার হইতে প্রত্যাহার করিলে, উহা লিখিতভাবে, উক্তরূপ অসম্মতি জ্ঞাপন বা প্রত্যাহারের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানাইতে হইবে, এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে মেডিকেল ট্রাইব্যুনাল এর নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপীল করিলে, ট্রাইব্যুনাল উক্ত অসম্মতি প্রদান বা, ক্ষেত্রমত, নাম প্রত্যাহারের কারণসমূহ বিবেচনার পর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তন ও পরিচালনা বিষয়ে অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা

২৮।- (১) কোন মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার ও কাউন্সিলের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা বা ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষা সংক্রান্ত কোন শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তন, পরিচালনা, পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এতদসংক্রান্ত কোন সনদপত্র, ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা প্রদান করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতিত অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নন ক্লিনিক্যাল শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তন, পরিচালনা, পাঠ্যসূচী

CamScanner

প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ প্রদান অথবা এতদসংক্রান্ত কোন সনদপত্র, ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা প্রদান এবং উহা কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃতি অর্জন করিতে চাহিলে কাউন্সিলের অনুমোদন গ্রহন করিতে হইবে।

(৩) কোন প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উক্ত লংঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে, এবং উহার অতিরিক্ত, উক্ত অপরাধ অব্যাহত থাকিলে দ্বিগুন দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা।- যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত অপরাধ উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক, পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে বা তাহাদের অবহেলার ফলে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক, পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা কর্মকর্তা উক্ত অপরাধের জন্য অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন।

পাঠ্যসূচী এবং পরীক্ষাসমূহ সম্পর্কে তথ্য তলব

২৯।- (১) কাউন্সিল তফসিলভূক্ত বা তফসিল বহির্ভূত কোন মেডিকেল বা ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষা, ডিপ্লোমা বা প্রশিক্ষণ এর স্বীকৃতি বা, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধন প্রদানের লক্ষ্যে, সংশ্লিষ্ট মেডিকেল প্রতিষ্ঠান, ডেন্টাল প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ্যসূচী, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ ও এতদসংক্রান্ত বিষয়ে, প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তলব করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কাউন্সিলকেতলবকৃত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

পরিদর্শন

৩০। - (১) কাউন্সিল, এই অধ্যাদেশের অধীন মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা অথবা ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষাযোগ্যতার জন্য গৃহীত শিক্ষা কার্যক্রম কাউন্সিল ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মানদন্ড ও নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বৎসরে কমপক্ষে ১ (এক) বার সরেজমিনে পরিদর্শন করিবে।

(২) কাউন্সিল, উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনের নিমিত্ত, উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেডিকেল পরিদর্শক ও ডেন্টাল পরিদর্শক নিয়োগ করিবে, এবং উক্ত পরিদর্শকবৃন্দ এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রদান করিবেন।

CamScanner

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং উহা বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করিবে।

নিবন্ধিত মেডিকেল বা ডেন্টাল চিকিৎসকের সুযোগ-সুবিধা

৩১।-(১) নিবন্ধিত মেডিকেল এবং ডেন্টাল চিকিৎসকগণের নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা থাকিবে, যথা:-

(ক) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধন বাংলাদেশে চিকিৎসা সেবা ও শিক্ষা প্রদানের অনুমতি হিসেবে বিবেচিত হইবে;

(খ) মেডিকেল ও ডেন্টাল চিকিৎসা সেবা প্রদান করিতে, প্রেসক্রিপশনে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ লিখিতে এবং অস্ত্রোপচার বা অন্যান্য স্বীকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে পারিবে;

(গ) অতিরিক্ত পেশাগত যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি হইতে পারিবে; এবং

(ঘ) মেডিকেল বা ডেন্টাল প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনা বা হাসপাতাল বা ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত পদে নিয়োগ লাভ করিতে পারিবে।

(২) অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, কেবল নিবন্ধিত মেডিকেল বা ডেন্টাল চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত প্রেসক্রিপশন বা পরামর্শ বা চিকিৎসা সনদপত্র এবং মেডিকোলিগ্যাল (Medicolegal) সার্টিফিকেট বা রিপোর্ট বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে ।

(৩) নিবন্ধনধারী চিকিৎসকগণ স্বীয় পেশাগত সুরক্ষার নিমিত্ত বীমার পলিসি গ্রহণ করিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্বীকৃতি ও নিবন্ধন

মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল অথবা

৩২। - (১) বাংলাদেশে অবস্থিত বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল অথবা সমপর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত, ৩ (তিন) বৎসরের কম নহে এইরূপ সময়ব্যাপী, কোর্স সমাপ্তির পর উক্ত

সমপর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ডিপ্লোমার স্বীকৃতি এবং সনদপ্রাপ্তদের নিবন্ধন

ডিপ্লোমাধারী মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টগণ এই অধ্যাদেশের অধীনে কাউন্সিল কর্তৃক তফসিলে অন্তর্ভূক্তি সাপেক্ষে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত ও নিবন্ধিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) বাংলাদেশে অবস্থিত কোন মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল অথবা সমপর্যায়ের ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানের নাম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রথম শিক্ষার্থী ভর্তির অনধিক ৬ (ছয়) মাস পূর্বে এই অধ্যাদেশের অধীনে উক্ত প্রশিক্ষণ যোগ্যতার স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং ডিপ্লোমা বাংলাদেশে স্বীকৃত কারিকুলাম অনুযায়ী হইতে হইবে।

(৩) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল অথবা সমপর্যায়ের ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানের নাম পঞ্চম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত ডিপ্লোমাধারী ব্যক্তিকে এই অধ্যাদেশের অধীনে উক্ত প্রশিক্ষণ যোগ্যতার স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সেক্ষেত্রে আবেদনকারীর ডিপ্লোমা সংশ্লিষ্ট দেশের মেডিকেল কাউন্সিল বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হইতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন ডিপ্লোমাধারী মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টকে এই আইনের অধীনে উক্ত ডিপ্লোমা নিবন্ধনের জন্য কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে কাউন্সিল আবেদনকারীর উক্ত ডিপ্লোমা নিবন্ধন করতঃ তাহাকে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন নিবন্ধিত মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টগণ কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা ও শর্তাবলীর অধীনে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টগণের নিবন্ধন ও রেজিস্টারভুক্তকরণ

৩৩।- (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কাউন্সিল, প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ ও পদ্ধতি অনুসরন সাপেক্ষে স্বীকৃত ডিপ্লোমাধারী মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিবন্ধন করতঃ সনদ প্রদান করিবে।

CamScanner

(২) কাউন্সিল উপ-ধারা (১) এর অধীন নিবন্ধিত মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টগণের নাম একটি স্বতন্ত্র রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং উক্ত রেজিস্টার প্রকাশ ও সংরক্ষণ করিবে।

নিবন্ধন ব্যতীত মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন নিষিদ্ধ

৩৪।- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধন ব্যতীত কোন মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করিতে, অথবা নিজেকে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে পারিবেন না;

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উক্ত লংঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড অথবা ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৩) এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধন প্রাপ্ত কোন মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট কাউন্সিলের নিবন্ধন নবায়ন ব্যতীত কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে না;

(৪) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) এর বিধান লংঘন করিলে কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানা প্রদেয় হইবে।

নিবন্ধন বাতিল ও রেজিস্টার হইতে নাম প্রত্যাহার

৩৫।- (১) এই অধ্যাদেশ অধীন নিবন্ধিত কোন মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট এই অধ্যাদেশের কোন বিধান লংঘন বা নির্ধারিত পেশাগত আচরণ বা নীতিমালার কোন বিধান লংঘনের কারণে দোষী সাব্যস্ত হইলে, কাউন্সিল উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিলক্রমে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার হইতে তাহার নাম প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিল, উহার বিবেচনাক্রমে, উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিবন্ধন বাতিলকৃত ও রেজিস্টার হইতে প্রত্যাহারকৃত ব্যক্তির নাম এই আইনের বিধান অনুসারে পুনরায় নিবন্ধন ও রেজিস্টারভুক্ত করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

অভিযোগ, তদন্ত, শুনানী, মেডিকেল ট্রাইব্যুনাল, মেডিকেল আপীল ট্রাইব্যুনাল, ইত্যাদি

অদক্ষতা, অবহেলা,

৩৬।- (১) নিবন্ধিত কোনো চিকিৎসা সেবা প্রদানকারীর বিরুদ্ধে অদক্ষতা, অবহেলা এবং অসদাচরনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কোন সেবা গ্রহনকারী ব্যক্তি বা

CamScanner

অসদাচরন, ইত্যাদি

তাহার বৈধ প্রতিনিধি অসন্তুষ্ট হইয়া লিখিত অভিযোগ করিলে অথবা অন্য কোন ভাবে অনুরূপ বিষয়াবলী কাউন্সিলের গোচরীভূত হইলে, কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৩৭ ধারা অনুযায়ী গঠিত মেডিকেল ট্রাইবুনালে প্রেরণ করিবে।

(২) কাউন্সিল শৃঙ্খলাজনিত কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, নৈতিক স্খলন, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, পেশাগত দ্বায়িত্ব পালনের সময় অসঙ্গতিপূর্ণ আচরন ইত্যাদি বিষয়ে অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা স্বপ্রণোদিত হইয়া প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৩৭ ধারা অনুযায়ী মেডিকেল ট্রাইবুনালে প্রেরণ করিবে।

পেশাগত শৃঙ্খলা কমিটি কর্তৃক বিরোধ নিস্পত্তি

৩৭।-(১) উপরি-উক্ত ধারা ৩৫ এ উল্লেখিত অভিযোগসমূহ এবং এই অধ্যাদেশ হইতে উদ্ভূত সকল বিরোধ ধারা ১১(১) অনুযায়ী গঠিত 'পেশাগত শৃঙ্খলা কমিটি' কর্তৃক নিস্পত্তি করা হইবে;

(২) 'পেশাগত শৃঙ্খলা কমিটি' প্রবিধানমালায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিরোধ নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহন করিবে।

মেডিকেল ট্রাইব্যুনাল

৩৮। এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার "মেডিকেল ট্রাইব্যুনাল " নামে এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।

মেডিকেল ট্রাইব্যুনাল গঠন

৩৯। (১) মেডিকেল ট্রাইব্যুনাল নিম্নরূপে গঠিত হইবে-

(ক) একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ, যিনি ট্রাইব্যুনালের সভাপতি হইবেন;

(খ) দুইজন সদস্য, অধ্যাপক পদমর্যাদার চিকিৎসক, যাহাদের একজন মহিলা হইবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, উপরি উক্ত ব্যক্তিগণ সদস্য হওয়ার অযোগ্য হইবেন, যদি তিনি:

i. ফৌজদারি মামলা বা নৈতিক স্খলনের দায়ে সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তি;

বা

ii. উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত ব্যক্তি;

বা

CamScanner

iii. সরকারি চাকুরী হইতে অপসারিত বা বরখাস্তকৃত ব্যক্তি; বা

iv. সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্য কোন কারণে অযোগ্য ব্যক্তি হন।

(২) প্রত্যেক সদস্য ০৪ (চার) বছর মেয়াদে বহালথাকিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক সদস্য ০৪ (চার) বছর মেয়াদান্তে পুনঃনিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন;

(৩) ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের বেতন বা সম্মানী ও অন্যান্য ভাতাদি এবং চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

মেডিকেল ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার

৪০। অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন:

(১) নিবন্ধিত চিকিৎসকের পেশাগত দায়িত্ব পালন কালে সংঘটিত ঘটনার প্রেক্ষিতে The Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর ধারা ১৯৩, ২২৮,৩০৪এ, ৩৩৬,৩৩৭ ও ৩৩৮ হইতে উদ্ভূত বিরোধের, বিচার নিস্পত্তির নিরঙ্কুশ এখতিয়ার এই ট্রাইব্যুনাল এর থাকিবে।

(২) নিবন্ধিত মেডিকেল অ্যাসিসট্যান্টেনের সেবার দায়িত্ব পালনকালে সংঘটিত ঘটনার প্রেক্ষিতে The Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর ধারা ১৯৩, ২২৮,৩০৪এ, ৩৩৬,৩৩৭ ও ৩৩৮ হইতে উদ্ভূত বিরোধের, বিচার নিস্পত্তির নিরঙ্কুশ এখতিয়ার এই ট্রাইব্যুনাল এর থাকিবে।

(৩) 'পেশাগত শৃঙ্খলা কমিটি' কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ও সিদ্ধান্ত হইতে উদ্ভূত আপীল নিস্পত্তির এখতিয়ার এই ট্রাইব্যুনাল এর থাকিবে।

ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি

৪১। (১) কোন চিকিৎসক, মেডিকেল অ্যাসিসট্যান্টের এবং চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রোগীর প্রতি সংঘটিত পেশাগত অদক্ষতা, অবহেলা ও অসদাচরণ জনিত ক্ষতি উল্লেখপূর্বক ট্রাইব্যুনালে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে-

(ক) চিকিৎসা সেবা গ্রহণকারী রোগী বা তাহার বৈধ প্রতিনিধি; বা

(খ) নিজ যোগ্যতায় বা সাধারণভাবে সকল রোগীর পক্ষে কাউন্সিল।

(২) (১) উপ-ধারা অনুযায়ী দাখিলকৃত অভিযোগের সহিত ১০০/- (একশত)

CamScanner

টাকা কোর্ট ফি দাখিল করিতে হইবে।

(৩) ট্রাইব্যুনাল (১) উপ-ধারা অনুযায়ী দাখিলকৃত অভিযোগ গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযোগকারীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে এই ধারার অধীনে কোন অভিযোগ অগ্রাহ্য করা যাইবে না;

আরও শর্ত থাকে যে, অভিযোগ গ্রহণের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে অভিযোগের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৪) (৩) উপ-ধারা অনুযায়ী কোন অভিযোগ গৃহীত হইলে ট্রাইব্যুনাল এই অধ্যাদেশ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি করিবেন।

অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া

৪২। কোন অভিযোগ গ্রহণের পর ট্রাইব্যুনাল আবশ্যিকভাবে-

(ক) প্রতিপক্ষকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাহার বক্তব্য উপস্থাপনের নির্দেশসহ অভিযোগের কপি প্রেরণ করিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনাল উক্ত সময়ের অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিন সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।

(খ) অভিযোগের কপি প্রাপ্তির পর প্রতিপক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করিলে কিংবা শুনানির জন্য উপস্থিত না হইলে ট্রাইব্যুনাল-

(১) অস্বীকার করার ক্ষেত্রে, অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষ্য- প্রমাণের ভিত্তিতে;

(২) প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে, অভিযোগকারী কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে একতরফা ভাবে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) ট্রাইব্যুনাল ন্যায় বিচারের স্বার্থে যে কোন চিকিৎসা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞসহ যে কোন বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(গ) শুনানীর জন্য নির্ধারিত তারিখে অভিযোগকারী উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে ট্রাইব্যুনাল পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করিতে পারিবে বা অনুপস্থিতির কারণে অভিযোগটি খারিজ (dismiss) কিংবা গুণাগুণের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

CamScanner

অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়

৪৩। প্রত্যেক অভিযোগ দ্রুততার সহিত শুনানী করিতে হইবে এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনাল মূলতবী ব্যতিত শুনানী সম্পন্ন করিবে; আরও শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনাল যথাযথ ও পর্যাপ্ত কারণের প্রেক্ষিতে খরচের আদেশ প্রদান সাপেক্ষে শুনানী মূলতবীর আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা

৪৪। দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ অনুসারে ক্ষতিপূরণের ডিক্রি প্রদানসহ দেওয়ানি আদালতের যেইরূপ ক্ষমতা থাকে, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মেডিকেল ট্রাইব্যুনালের অনুরূপ ক্ষমতা থাকিবে:-

(১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সমন প্রদান ও শপথপূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ;

(২) কোন ধরনের দলিল উদ্ধার ও উপস্থাপন;

(৩) হলফ পূর্বক সাক্ষ্য গ্রহণ;

(৪) কোন আদালত, অফিস বা প্রতিষ্ঠান হইতে কোন দলিল বা নথি বা চিকিৎসা ও অবহেলা সংক্রান্ত যে কোন বস্তু তলব; এবং

(৫) দেওয়ানি কার্যবিধির ৭৫ ধারা ও ২৬ আদেশ মোতাবেক কমিশনযোগে সাক্ষ্য গ্রহণ ও দলিল পরীক্ষা;

(৬) কোন অভিযোগকারী কিংবা প্রতিপক্ষ অভিযোগ বিচারাধীন থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ২২ আদেশে বর্ণিত বিধান প্রয়োগ;

(৭) ৪৫ ধারা মোতাবেক প্রতিনিধিত্বশীল অভিযোগের ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ১ আদেশ ৮ বিধিতে বর্ণিত বিধান প্রয়োগ করিবে।

ফৌজদারি আদালতের ক্ষমতা

৪৫। অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিবন্ধিত চিকিৎসকগণের দায়িত্ব পালন কালে সংঘটিত অনাঙ্খাংখিত ঘটনার বিচার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের বিচার এখতিয়ারে The Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর ধারা ১৯৩, ২২৮,৩০৪এ, ৩৩৬,৩৩৭ ও ৩৩৮ ধারার বিধান

CamScanner

অন্তর্ভূক্ত হইবে, যাহা অন্য কোন ফৌজদারি আদালত কর্তৃক অভিযোগ আমলে গ্রহণ করার বা বিচার এখতিয়ার বর্হিভূত থাকিবে এবং এই ক্ষেত্রে মেডিকেল ট্রাইব্যুনাল এর প্রত্যেক কর্মপন্থা বিচারিক কার্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898)এর ১৯৫ ধারা ও অধ্যায় ৩৫ (xxxv) এর উদ্দেশ্য অনুযায়ী মেডিকেল ট্রাইব্যুনাল ফৌজদারি আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

মেডিকেল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত

৪৬। (১) ৪২ ধারা অনুসারে কোন অভিযোগ বিবেচনার পর ট্রাইব্যুনাল যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে তাহা হইলে প্রতিপক্ষকে নিম্নের যে কোন এক বা একাধিক আদেশ দিতে পারিবে-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সতর্কীকরণ;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন স্থগিত, বাতিলকরণ বা অর্থদন্ড প্রদান;

(গ) অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে অর্থদন্ড প্রদান এবং উহার কার্যক্রম স্থগিত বা বাতিলের নির্দেশ প্রদান ।

(২) প্রত্যেকটি অভিযোগ নিষ্পত্তিতে (১) উপ-ধারা মোতাবেক মেডিকেল ট্রাইব্যুনালের সভাপতি এবং কমপক্ষে একজন সদস্য উপস্থিত থাকিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে একজন সদস্য কোন অভিযোগের নিষ্পত্তি পর্যন্ত শুনানীতে থাকিতে অসমর্থ হন সেইক্ষেত্রে সভাপতি এবং অপর সদস্য অবশিষ্ট শুনানী করিবেন।

(৩) মেডিকেল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক (১) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশ সভাপতি এবং শুনানীতে অংশ গ্রহণকারী সদস্য/সদস্যগণ দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে সভাপতি ও একজন সদস্য কোন অভিযোগের শুনানী গ্রহণ করেন এবং তাহারা কোন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ে অপর সদস্যসহ পুনরায় শুনানী করিবেন এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামত

CamScanner

ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত হইবে।

(৪) ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমাসহ সকল অর্থ সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমায় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়, ডিক্রি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৫) পূর্বে উল্লিখিত বিধানাবলী সাপেক্ষে, চিকিৎসাসেবাবিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনাল এর সভার পদ্ধতি, স্থান ও অন্যান্য বিষয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

মেডিকেল আপীল ট্রাইব্যুনাল

৪৭।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এক বা একাধিক মেডিকেল আপীল ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) প্রতিটি মেডিকেল আপীল ট্রাইব্যুনাল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক জন চেয়ারম্যান ও দুই জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) সুপ্রীম কোর্টে বিচারপতি হিসেবে কর্মরত আছেন বা ছিলেন অথবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগের যোগ্য এইরুপ ব্যক্তিগণের মধ্যে হইতে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন, এবং অবশিষ্ট দুইজন সদস্য অধ্যাপক পদমর্যাদার চিকিৎসক প্রজাতন্ত্রের চাকুরিতে কর্মরত আছেন বা ছিলেন এইরুপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন।

(৪) প্রত্যেক সদস্য ০৪ (চার)বছর মেয়াদে বহালথাকিবেন;
তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক সদস্য ০৪ (চার) বছর মেয়াদান্তে পুনঃনিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন;
(৩) মেডিকেল আপীল ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের বেতন বা সম্মানী ও অন্যান্য ভাতাদি এবং চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

মেডিকেল আপীল ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার।

৪৮।- (১) মেডিকেল ট্রাইব্যুনালের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশের আপীল শুনানী এবং বিবেচনার ক্ষমতা মেডিকেল আপীল ট্রাইব্যুনালে থাকিবে।

(২) মেডিকেল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বা আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধকোন ব্যক্তি উক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) মাসের মধ্যে মেডিকেল আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

CamScanner

(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান সত্ত্বেও, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত তিন মাস সময় অতিক্রান্ত হইবার পরেও, তবে ০৬(ছয়) মাসের পরে নহে, যে কোন আপীল গৃহীত হইতে পারে, যদি আপীল আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে বিলম্বের পর্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান ছিল।

(৪) আপীল আবেদনের ভিত্তিতে মেডিকেলআপীল ট্রাইব্যুনাল,মেডিকেল ট্রাইব্যুনালের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ রদ, পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে এবং এইরূপ আপীল নিষ্পত্তিতে মেডিকেল আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদের প্রয়োগ

৪৯।-এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী হাইকোর্টের ক্ষেত্রেযেরূপ প্রযোজ্য হয়, মেডিকেল আপীল ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে।

আপীল ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের

৫০। মেডিকেল ট্রাইব্যুনাল এর আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, মেডিকেল ট্রাইব্যুনালের আদেশ-এ অর্থদন্ড আরোপ করা হইলে তাহার অর্ধেক কিংবা ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা, যাহা কম, দাখিল না করিলে আপীল গৃহীত হইবে না।

আপীল নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া

৫১। এই আইনের অধীনে কোন আপীল নিষ্পত্তিকালে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এবং হাইকোর্ট রুলস অনুসরনীয় হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ আপীলের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে পেপার বুক প্রস্তুতের প্রয়োজন হইবে না, কিন্তু প্রয়োজনবোধে আদালত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পেপার বুক প্রস্তুত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

আদেশ

৫২। (১) মেডিকেল ট্রাইব্যুনাল বা মেডিকেল আপীল ট্রাইব্যুনাল বা আপীল

CamScanner

কার্যকরকরণ

বিভাগের কোন আদেশে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ বা দন্ডের অর্থ নিম্নোক্ত রূপে আদায়যোগ্য হইবে:

(ক) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মতে বেতন (৫০% হারে), ব্যাংক হিসাবে সঞ্চিত অর্থ হইতে সমন্বয়ের মাধ্যমে; বা

(খ) সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের মাধ্যমে।

(২) ক্ষতিপূরণ উর্পযুক্তভাবে আদায় করা সম্ভব না হইলে সরকারি খরচে অনুর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাসের জন্য দেওয়ানি ফাটকে আটক রাখার আদেশ দেওয়া যাইবে।

প্রতারণামূলক প্রতিনিধিত্ব বা নিবন্ধনের দন্ড

৫৩।- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণার আশ্রয় লইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে একজন স্নাতক ডিগ্রি অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমাধারী মেডিকেল চিকিৎসক বা ডেন্টাল চিকিৎসক হিসাবে এই অধ্যাদেশের অধীনে নিবন্ধন, অথবা নিবন্ধন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ, অথবা মিথ্যা বা প্রতারণামূলক প্রতিনিধিত্ব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন অথবা মৌখিক বা লিখিতভাবে উক্তরূপ ঘোষণা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ সংঘটনে সহায়তাকারী ব্যক্তি উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত দন্ডে সমানভাবে দন্ডনীয় হইবেন।

(৩) এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধনকৃত না হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে এই আইনের অধীনে নিবন্ধনকৃত একজন মেডিকেল চিকিৎসক বা ডেন্টাল চিকিৎসক বলিয়া প্রতারণা করেন, অথবা প্রতারণামূলকভাবে তাহার নাম বা পদবীর সংগে নিবন্ধনকৃত মর্মে কোন শব্দ, বর্ণ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করেন, তাহার মিথ্যা পরিচয়ের দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তি প্রতারিত না হইলেও, তাহার উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

ভূয়া উপাধি ও

৫৪।- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,এমবিবিএস অথবা

পদবী, ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ

বিডিএস ডিগ্রী প্রাপ্তগণ ব্যতিত অন্য কেহ তাহাদের নামের পূর্বে ডাক্তার উপাধি ব্যবহার করিতে পারিবেনা।

(২) এই আইনের অধীন নিবন্ধনকৃত কোন মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট এমন কোন নাম, উপাধি, পদবী, বিবরণ বা প্রতীক এমনভাবে ব্যবহার বা প্রকাশ করিবেন না যাহার ফলে তাহার কোন অতিরিক্ত পেশাগত যোগ্যতা আছে মর্মে কেহ মনে করিতে পারে।

(৩) এই আইনের অধীন নিবন্ধনকৃত কোন মেডিকেল চিকিৎসক বা ডেন্টাল চিকিৎসকএমন কোন নাম, উপাধি, পদবী,বা প্রতীক এমনভাবে ব্যবহার বা প্রকাশ করিবেন না যাহার ফলে তাহার কোন অতিরিক্ত পেশাগত যোগ্যতা আছে মর্মে কেহ মনে করিতে পারে, যদি না উহা কোন স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা বা স্বীকৃত ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা হইয়া থাকে।

(৪) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান লংঘন করিলে উক্ত লংঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন এবং উক্ত অপরাধ পুনরাবৃত্তির জন্য বর্ণিত দন্ডের দ্বিগুন দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

(৫) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) এর বিধান লংঘন করিলে তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

নিষিদ্ধ ঔষধ ব্যবস্থাপত্রে লিখার দন্ড

৫৫।- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন নিবন্ধনকৃত কোন মেডিকেল চিকিৎসক বা ডেন্টাল চিকিৎসক কোন রোগীর জন্য সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ কোন ঔষধ ব্যবস্থাপত্রে লিখিতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড দন্ডণীয় হইবেন।

মিথ্যা,তুচ্ছ ও হয়রানিমূলক অভিযোগ, দন্ড

৫৬। চিকিৎসাসেবাবিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনাল কোন তুচ্ছ ও হয়রানিমূলক অভিযোগ দায়ের হইলে কারণ উল্লেখপূর্বক তাহা খারিজ করিতে পারিবে এবং অভিযোগকারীর উপর অপর পক্ষের অনুকূলে অনধিক দশ হাজার টাকা খরচ ধার্য করিবে।

আদেশ পালন ব্যর্থতা ও লংঘন

৫৭। (১) অভিযোগকারী বা প্রতিপক্ষ চিকিৎসাসেব াবিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনাল

দন্ড

কোন আদেশ পালন করিতে ব্যর্থ হইলে বা লংঘন করিলে অনুর্ধ্ব ছয় মাস কারাদন্ডে অথবা অন্যূন দুই হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব দশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে;

(২) ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এ যাহাই থাকুক না কেন এই আইনের অধীনে অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে চিকিৎসাসেবা বিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনালের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এর ক্ষমতা থাকিবে;

(৩) এই আইনের অধীনে সকল অপরাধের বিচার চিকিৎসাসেবাবিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনাল সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বাজেট,হিসাব নিরীক্ষণ, প্রতিবেদন ইত্যাদি

বাজেট

৫৮।- কাউন্সিল প্রতি বছর ৩০ জুনের পূর্বে পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তুত করিবে এবং কাউন্সিল সভায় উহা অনুমোদন করাইবে।

হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা

৫৯।- (১) কাউন্সিল যথাযথভাবে উহার তহবিলের হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রতি বৎসর কাউন্সিলের তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কাউন্সিলের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কাউন্সিলের রেকর্ড, দলিল ও কাগজপত্র, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কাউন্সিলের যে কোন সদস্য, প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, কোষাধ্যক্ষ, নিবন্ধক এবং কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

CamScanner

প্রতিবেদন

৬০।- (১) কাউন্সিল প্রতি বৎসর ৩০ জুনের মধ্যে পূর্ববর্তী ৩১ ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরের স্বীয় কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, যে কোন সময়, কাউন্সিলের নিকট হইতে উহার যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন বা বিবরণী তলব করিতে পারিবে এবং কাউন্সিল উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

ঠিকানা পরিবর্তন

৬১ ।- প্রত্যেক নিবন্ধিত চিকিৎসককে তাহার যোগাযোগের ঠিকানা পরিবর্তন হইলে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কাউন্সিলকে অবহিত করিতে হইবে।

সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য রক্ষণ

৬২।- এই অধ্যাদেশের বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তজ্জন্য সরকার, কাউন্সিল বা উহার প্রেসিডেন্ট,সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, কোষাধ্যক্ষ বা নিবন্ধক বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা কোন আদালতে গ্রহণ করা যাইবে না।

তফসিলসমূহ সংশোধন

৬৩।- (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কাউন্সিল, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং উহাতে নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশের কোন তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) বাংলাদেশে অবস্থিত বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত স্নাতক চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান;

(খ) বাংলাদেশে অবস্থিত বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত স্নাতক চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান;

(গ) বাংলাদেশে অবস্থিত বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত স্নাতকোত্তর চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতার স্বীকৃতি

প্রদান;

(ঘ) বাংলাদেশে অবস্থিত বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত স্নাতকোত্তর চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান;

(ঙ) বাংলাদেশে অবস্থিত বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিপ্লোমার স্বীকৃতি প্রদান।

(২) কাউন্সিল, ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন বা অন্য কোন কারণে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং উক্তরূপ নির্দেশে উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট তফসিল সংশোধন করিবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৬৪। সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

৬৫।- (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিল, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রনয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা:-

(ক) কাউন্সিলের সম্পত্তি পরিচালনা, সংরক্ষণ এবং উহার হিসাব নিরীক্ষা;
(খ) কাউন্সিলের সভা পরিচালনা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ;
(গ) কার্যনির্বাহী কমিটি এবং অন্যান্য কমিটি নিয়োগের পদ্ধতি এবং উহাদের কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ;
(ঘ) মেডিকেল পরিদর্শক এবং ডেন্টাল পরিদর্শকদের নিয়োগ, দায়িত্ব ও কার্যাবলী;
(ঙ) অনুমোদনপ্রাপ্ত ও নিবন্ধনকৃত ডেন্টাল চিকিৎসক ও ডেন্টাল চিকিৎসকদের রেজিস্টার প্রণয়ন, প্রকাশ ও সংরক্ষণ;
(চ) নিবন্ধন ও পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় ফিস নির্ধারণ;
(ছ) নিবন্ধন সনদ প্রদান সংক্রান্ত পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় নির্ধারণ; এবং
(জ) তদন্ত পদ্ধতি ও এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ।

রহিতকরণ ও

৬৬। (১)বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ (২০১০

CamScanner

হেফাজত

সনের ৬১ নং আইন)আইনটি এতদ্বারা রহিত করা হইল।

আদেশ,নিবন্ধন, কমিটি হেফাজত

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, -

(ক) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধিমালা বা প্রবিধানমালা, জারীকৃত কোন প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন বা সুপারিশ বলবৎ থাকিবে;

(খ) উক্ত আইনের অধীন গঠিত কাউন্সিল, কার্যনির্বাহী কমিটি সহ অন্যান্য কমিটি এইরূপে অব্যাহত থাকিবে যেন উহা এই অধ্যাদেশেরঅধীনে গঠিত হইয়াছে;

(গ) উক্ত আইনের অধীন নিবন্ধিত এবং রেজিস্টারভুক্ত সকল পেশাদার চিকিৎসক, ডেন্টাল চিকিৎসক এবং মেডিকেল এসিসন্টেগণ এই অধ্যাদেশেরঅধীন নিবন্ধিত এবং রেজিস্টারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

বিচারাধীন মামলা সম্পর্কিত বিধান

(২) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার অব্যবহিত পূর্বে আইনে উল্লিখিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত অথবা উহা হইতে উদ্ভুত বিচারাধীন সকল মামলা, আপীল এবং অন্যান্য আইনগত কার্যধারা উক্ত একই আদালতে চলিতে থাকিবে এবং উক্ত আদালত এমনভাবে উহার শুনানী ও নিষ্পত্তি করিবে যেন এই অধ্যাদেশ প্রণীত হয় নাই।

ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

৬৭। (১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজি অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই অধ্যাদেশের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

প্রথম তফসিল

(ধারা ১৪(২) দ্রষ্টব্য)

বাংলাদেশে অবস্থিত মেডিকেল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা

CamScanner

(স্নাতক পর্যায়ে)

বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল প্রতিষ্ঠানের নাম	স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা	নিবন্ধনের জন্য সংক্ষেপণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)

দ্বিতীয় তফসিল

(ধারা ১২ (২) দ্রষ্টব্য)

বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত মেডিকেল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা (স্নাতক পর্যায়ে)

দেশ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল প্রতিষ্ঠানের নাম	স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা	নিবন্ধনের জন্য সংক্ষেপণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)

তৃতীয় তফসিল

(ধারা ১৩ (২) দ্রষ্টব্য)

বাংলাদেশে অবস্থিত ও বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত মেডিকেল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকৃত চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা (স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা)

দেশ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল প্রতিষ্ঠানের নাম	স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা	নিবন্ধনের জন্য সংক্ষেপণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)

"ক" অংশ

চতুর্থ তফসিল

(ধারা ১৪ দ্রষ্টব্য)

CamScanner

৪০

বাংলাদেশে অবস্থিত ও বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ডেন্টাল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকৃত ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা

(ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা)

বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডেন্টাল প্রতিষ্ঠানের নাম	স্বীকৃত ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা	নিবন্ধনের জন্য সংক্ষেপণ	মন্তব্য

পঞ্চম তফসিল

(ধারা ১৫ দ্রষ্টব্য)

নিবন্ধনযোগ্য মেডিকেল চিকিৎসা ডিপ্লোমাসমূহ

মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	নিবন্ধনযোগ্য চিকিৎসা মেডিকেল ডিপ্লোমা	নিবন্ধনের জন্য সংক্ষেপণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)

CamScanner